গাংনীতে সাত গরু ব্যাবসায়ীর টাকা লুটের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীর মহাম্মদপুরের সাত গরু ব্যাবসায়ীকে খাবারের সাথে ঘুমের ঔষুধ খাইয়ে টাকা লুটের অভিযোগ উঠেছে।

অভিযুক্তরা গতকাল সোমবার রাত ৮ টার দিকে গ্রামের একটি চায়ের দোকানে পটকাবাজি করে আতংকিত করে স্থানীয়দের।

ঢাকার হাজারিবাগে নেশা জাতীয় খাবার খাইয়ে সাত ব্যাবসায়ীর কাছ থেকে টাকা লুটের ঘটনায় তিন ব্যবসায়ীকে অভিযুক্ত করে গাংনী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ প্রত্যাহার করাতে ভয়ভীতি দেখাতে এ পটকাবাজি দাবী করেছেন ভুক্তভোগীরা।

জানাগেছে, পুরাতন মটমুড়া গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে বিদ্যুৎ আলী, মহাম্মদপুরের ইসমাইলের ছেলে কামাল হোসেন, তার ভাই লালন হোসেন, সিরাজের ছেলে বাবু ও তার ভাই ছোরু মিয়া, রহিদুল ইসলাম, আলিমুদ্দিনের ছেলে সিদ্দিক, জামিরুলের ছেলে আনারুল, মোশারফের ছেলে আসমত আলী এবং আইযুবের ছেলে নামজুল সহ ১০ জন গরু ব্যবসায়ী মোট ১৯ টি গরু নিয়ে ট্রাক যোগে ঢাকায় যান গত ২৭/০৭/২০২০ তারিখে।

ঢাকাস্থ হাজারিবাগ পশু হাটে গরু বিক্রির জন্য ব্যবসায়ীরা অবস্থান করেন। কয়েকদিন ধরে একই সাথে রান্না করে খাওয়া দাওয়া করতেন তারা। ২৯ তারিখে তাদের সমস্ত গরু বিক্রি হয়ে যায়। ওই দিন দুপুর বেলা ১০ জন ব্যবসায়ীর খাবারের জন্য খিচুড়ি রান্না করেন। গরু ব্যবসায়ী সাত জন খাবার খেলেও তিনজন খিচুড়ি না খেয়ে অবস্থান করেন সেখানে। কিছুক্ষণ পর খাবার খাওয়া সাতজন ব্যবসায়ী অজ্ঞান হয়ে যায়। অজ্ঞান হওয়া সাত ব্যবসায়ীর কাছে থাকা ২ লাখ ৫ হাজার টাকা লুট করে পালিয়ে আসে মহাম্মদপুরের রহিদুল, বাবু ও ছোরু মিয়া।

পরে হাজারি বাগ এলাকার থানা পুলিশ সাতজনকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করেন। পরের দিন বাড়ি ফিরে আসেন সাত ব্যাবসায়ী। টাকা ফেরত পেতে পরের দিন গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ভুক্তভোগীরা।

টাকা লুটের ঘটনায় থানায় অভিযোগ করলে অভিযোগকারিদের ভয়ভীতি

দেখাতে সোমবাবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে স্থানীয় মজিবুলের চায়ের দোকানে বিকট শব্দে পটকাবাজি ঘটানো হয় বলে জানান গরু ব্যবসায়ী বিদ্যুৎ ও সিদ্দিকুর। এলকাবাসি হয়ে পড়ে আতংকিত।

কুমারীডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ আবদুল আলিম বলেন, ককটেল বিষ্ফোরণ হয়েছে এমন কথা শুনে সেখানে গিয়ে জানতে পারি কেউ হয়তো শয়তানি করে পটকাবাজি করেছে। সাতজন ব্যবসায়ীদের অভিযোগের ভিত্তিতে দু’পক্ষের লোকজনকে নিয়ে থানায় বসেছি। তবে টাকা লুটের ঘটনার সত্যতা রয়েছে বলে প্রাথমিক ধারনা করা হচ্ছে।

গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমান জানান, এ বিষয়ে অভিযোগ করেছেন এক ব্যাবসায়ী। তবে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি শিকার করছে না। তবে ক্ষতিয়ে দেখে ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সুপ্রিমকোর্টে স্বাভাবিক বিচারকাজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত বৃহস্পতিবার

করোনাভাইরাস মহামারী পরিস্থিতির মধ্যে দেশের সর্বোচ্চ আদালত স্বাভাবিক বিচারকাজে ফিরবে কিনা, তা জানা যাবে বৃহস্পতিবার।

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ওই দিন ফুলকোর্ট সভা ডেকেছেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন।

সুপ্রিমকোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতিদের নিয়ে বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তিনি এ সভা করবেন।

বৃহস্পতিবারের সভার বিষয়ে সুপ্রিমকোর্ট প্রশাসন সোমবার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

সভার আলোচ্যসূচির প্রথমেই রাখা হয়েছে শারীরিক উপস্থিতিতে সুপ্রিমকোর্টের বিচারকাজ পরিচালনার বিষয়টি।

এ ছাড়া সুপ্রিমকোর্টে বার্ষিক অবকাশকালীন ছুটির বিষয়েও আলোচনা হবে ওই সভায়।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে অবিলম্বে নিয়মিত আদালত চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে প্রধান বিচারপতির কাছে গত ৮ জুলাই প্রস্তাব করে সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতি।

একই সঙ্গে সুপ্রিমকোর্টের বার্ষিক ছুটিসহ সব আদালতের ডিসেম্বরের ছুটি বাতিলের দাবিও জানানো হয়।

২৬ জুলাই প্রধান বিচারপতির কাছে আবারও সেই প্রস্তাব পাঠায় সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতি।

এর মধ্যে গত ৩০ জুলাই অধস্তন আদালতে শারীরিক উপস্থিতির মাধ্যমে স্বাভাবিক বিচারকাজ পরিচালনার সিদ্ধান্ত আসে প্রধান বিচারপতির কাছ থেকে।

করোনা পরিস্থিতিতে গত ২৬ মার্চের পর দফায় দফায় সাধারণ ছুটির মেয়াদ বাড়ানো হয়। সবশেষ গত ১৬ মে দেয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে সাধারণ ছুটির মেয়াদ ৩০ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

তবে সরকার ৩০ মে মাসের পর সাধারণ ছুটি আর না বাড়ালেও আদালত অঙ্গনে নিয়মিত কার্যক্রমের পরিবর্তে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ভার্চুয়াল বিচার কাজ অব্যাহত থাকবে জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন।

সূত্র- যুগান্তর

দেশে করোনা রোগী ২ লাখ ৪৪ হাজার, মৃত্যু ৩২৩৪

দেশে করোনাভাইরাসে মৃত্যুর সংখ্যা গত দুদিন কিছুটা কম থাকলেও সবশেষ ২৪ ঘণ্টায় বেড়েছে। একদিনে অর্ধশত করোনা রোগী মারা গেছেন দেশে। এ নিয়ে মোট তিন হাজার ২৩৪ জনের প্রাণ কাড়ল সর্বনাশা

করোনা।

২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছে এক হাজার ৯১৮ জনের দেহে। এ নিয়ে দেশে মোট দুই লাখ ৪৪ হাজার ২০ জনের দেহে করোনা ধরা পড়ল।

করোনা থেকে সুস্থ হওয়ার সংখ্যাটাও কম নয়। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ৯৫৫ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন এক লাখ ৩৯ হাজার ৮৬০ জন, যা মোট আক্রান্তের ৫০ শতাংশের বেশি।

মঙ্গলবার দেশে করোনার সংক্রমণ পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানানো হয়। ব্রিফিংয়ে কথা বলেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা।

ব্রিফিংয়ের তথ্যমতে, দেশে ৮৩টি ল্যাবে (পরীক্ষাগার) করোনা পরীক্ষা হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় আগের নমুনাসহ পরীক্ষা করা হয়েছে ৭ হাজার ৭১২টি নমুনা।

সবশেষ তথ্যানুযায়ী, শনাক্তের হার গত ২৪ ঘণ্টায় ২৪ দশমিক ৮৭ শতাংশ এবং এখন পর্যন্ত ২০ দশমিক ৩১ শতাংশ। সুস্থতার হার ৫৭ দশমিক ৩১ শতাংশ। শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যু হার এক দশমিক ৩৩ শতাংশ। সুস্থতার হার ৫৭.৩১ শতাংশ।

গতকাল সোমবার ২৪ ঘণ্টায় এক হাজার ৩৫৬ জনের করোনা শনাক্ত হওয়ার তথ্য জানানো হয়েছিল। একই সময় মারা যান ৩০ জন।

এর আগের দিন চার হাজার ২৪৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এখন পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে ১২ লাখ ১ হাজার ২৫৬টি নমুনা।

বাংলাদেশে গত ৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম রোগীর খোঁজ মেলে; এর ১০ দিনের মাথায় ঘটে প্রথম মৃত্যু।

করোনাভাইরাসে প্রথম মৃত্যুর পর গত ১০ জুন সংখ্যা হাজার ছাড়ায়, ওই দিন পর্যন্ত দেশে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ছিল এক হাজার ১২ জন। মৃত্যুর সংখ্যা দুই হাজারের কোটা ছাড়ায় এর ২৫ দিন পর, ৫ জুলাই।

মৃত্যুর সংখ্যা আড়াই হাজার ছাড়ায় ১৭ জুলাই, ওই দিন দেশে মৃত্যু ছিল দুই হাজার ৫৪৭ জন। সেখান থেকে তিন হাজারে পৌঁছতে সময় লাগে ১১ দিন। ২৮ জুলাই দেশে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ছিল কাঁটায় কাঁটায় তিন হাজার। সেখান থেকে তিন হাজার ২০০ ছাড়াতে সময় লাগল এক সপ্তাহ।

মৃতদের অধিকাংশই পুরুষ, দুই হাজার ৫৪৯, নারী ৬৮৫ জন। বেশিরভাগই ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের।

সূত্র- যুগান্তর

২৪ ঘণ্টায় আরও ৫০ জনের মৃত্যু

কোভিড-১৯ মহামারীতে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন ১ হাজার ৯১৮ জন।

মঙ্গলবার দুপুরে কোভিড-১৯ রোগ নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

নতুন করে ৫০ জন নিয়ে দেশে করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল তিন হাজার ২৩৪ জনে। আর মোট শনাক্তের সংখ্যা দুই লাখ ৪৪ হাজার ২০ জন।

মারা যাওয়া ৫০ জনের মধ্যে পুরুষ ৪৪ জন ও নারী ৬ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনাভাইরাস থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১ হাজার ৯৫৫ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৩৯ হাজার ৮৬০ জন। এ সময়ে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৭ হাজার ৭১২টি।

দেশে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত (কোভিড-১৯) প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। তার ১০ দিন পর ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

বুলেটিনে বরাবরের মতো করোনা থেকে সুরক্ষিত ও সুস্থ থাকতে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান ডা. নাসিমা।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার অ্যান্ড কন্ট্রোলরূম সূত্রে জানা গেছে, জুন মাসে ৯৮ হাজার ৩৩০ জন আক্রান্ত হন। জুন মাসে গড়ে প্রতিদিন তিন হাজার ২৭৮ জন আক্রান্ত হন। আর সর্বোচ্চসংখ্যক মৃত্যু হয়েছে জুলাই মাসে। সংখ্যাটি ১

হাজার ২৬৪ জন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বনানীর সামরিক কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত মেজর (অব.) সিনহা

পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় বনানীর সামরিক কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন পুলিশের গুলিতে নিহত সাবেক মেজর (অব.) সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান। সোমবার তার দাফন সম্পন্ন হয়।

গত ৩১ জুলাই রাতে কক্সবাজারের টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের শামলাপুরে বাহারছড়া তল্লাশি চৌকিতে পুলিশের গুলিতে নিহত হন তিনি। এদিকে সাবেক সেনা কর্মকর্তা সিনহা রাশেদ খান নিহতের ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিটি আজ মঙ্গলবার থেকে তদন্ত কাজ শুরু করবে।

এদিকে তার মৃত্যুর পর প্রথমে কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহা. শাহজাহান আলিকে প্রধান করে তিন সদস্যদের কমিটি গঠন করা হলেও পরবর্তী সময়ে তা পুনর্গঠন করা হয়েছে।

২ আগস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক পুনর্গঠন করা কমিটিতে প্রধান করা হয়েছে চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমানকে। পুনর্গঠিত কমিটিকে সাত কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দিতে বলেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ।

কমিটিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের একজন প্রতিনিধি, রামু ১০ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও কক্সবাজারের এরিয়া কমান্ডারের একজন প্রতিনিধি, পুলিশের চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজির একজন প্রতিনিধি, কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের একজন প্রতিনিধি রাখা হয়েছে।

সাবেক মেজর (অব.) সিনহা ২০১৮ সালে স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনী থেকে অবসরে যান। তিনি অর্থমন্ত্রণালয়ের সাবেক উপসচিব মুক্তিযোদ্ধা এরশাদ খানের ছেলে।

গত ৩ জুলাই স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া বিভাগের তিন শিক্ষার্থীসহ ইউটিউব চ্যানেলের জন্য ভ্রমণ ভিডিও তৈরি করতে কক্সবাজারে যান। ৩১ জুলাই রাতে শামলাপুরের একটি পাহাড়ি এলাকায় শুটিং শেষে ফেরার পথে তল্লাশির সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হন তিনি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মেহেরপুরে দূর্ঘটনা প্রতিরোধে জেলা পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান

ঈদ উল আযহার ২য় দিন আজ। ইতিমধ্যে সড়কে ঝরেছে ২টি প্রাণ। আহত হয়েছেন ডজন খানেক।

দুর্ঘটনা প্রতিরোধে জেলা পুলিশের দিনব্যাপী চলেছে সাঁড়াশি অভিযান।

মোটরসাইকেল সহ বিভিন্ন যানবাহনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় দেওয়া হয়েছে মামলাও। সেই সাথে শহরের বিভিন্ন ট্রাফিক পয়েন্টে চলেছে চেকিং।

জেলা পুলিশের উদ্যোগে বিতরন করা মাস্ক। সোমবার বিকালের দিকে মেহেরপুর শহরের কোট মোড়, হোটেল বাজার ও বড়বাজার এলাকায় এ প্রচারণা চালানো হয়।

মুজিবনগরে খাস জমি দখল নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ২

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের বর্গাচাষি মৃত দাসু শেখ এর ছেলে ঈসরাফিল শেখ ও তার ছেলেকে মেরে রক্তাক্ত জখম করেছে একই গ্রামের সিরাজ ও তার ছেলে সেলিম ভাই রমজান ও চাচাত ভাই ইব্রী খলসানি, সহ কয়েক জন।

আহত ঈসরাফিল জানান যে তার বোন আসমা খাতুনের নামে সোনাপুর তালতলার মাঠে ১৭ কাঠা খাস জমি গত দুই বছর আগে মুজিবনগর উপজেলার সাবেক নির্বাহী অফিসার নাহিদা আক্তার বন্দবস্ত দিয়ে তার বোন আসমা খাতুনকে সরকার থেকে দখল বুঝিয়ে দেয় আমার বোন বিধবা হওয়ায় উক্ত জমি আমাকে বর্গাদেয় সেই থেকে আমি উক্ত জমি বর্গাচাষ করে আসছি আজ সকালে আমি ও আমার ছেলে মফিজুল জমিতে রোপন কৃত সিম গাছে পানি দিতে গেলে সোনাপুর গ্রামের মৃত হামিজুদ্দীন এর ছেলে সিরাজ, রমজান, সিরাজের ছেলে সেলিম, মৃত ঠান্ডু খলসানি এর ছেলে ইব্রী খলসানি সহ কতিপয় ব্যাক্তি জোর পুর্বক দখল এবং আমাদের হত্যার উদ্যোশে ফালা, হাসুয়া, লোহার রড, দা, লাঠি নিয়ে হামলা চালায় আমাকে ফালা দিয়ে হত্যা করার জন্য বুকে আঘাত করে মাটিতে ফেলে লাঠি দিয়ে এলোপাথাড়ি মারতে থাকে এবং আমার ছেলে মাথায় দা অথবা লাঠি দিয়ে আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে পালিয়ে যায়। পরে মুজিবনগর থানা পুলিশের কাছে খবর দিলে পুলিশ এসে আমাদের উদ্ধার করে খবর পেয়ে আমার পরিবারের লোকজন সহায়তায় হাসপাতালে নিয়ে আসে।

মুজিবনগর স্বাস্হ্য কমপ্লেক্স এর কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান আহত ঈসরাফিলের অবস্হা একটু গুরুতর তার বুকে ২.৫ সেন্টিমিটারের মত গভির ক্ষত হয়েছে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে মেহেরপুর সদর / কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজে রেফার্ড করা হয়েছে এবং ছেলে মফিজুল চিকিৎসা দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানা ইনচার্য (ওসি) আব্দুল হাশেম জানান ঘটনাটি আমি শুনেছি তবে এখনো কোন অভিযোগ পায়নি অভিযোগ পেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্হা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরের উজলপুরে ঈদ আনন্দ উদযাপন

মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামে সাজিপাড়া যুব সংগঠন আয়োজিত এক বিশাল খেলাধুলার আয়োজন করা হয়েছিল।

খেলায় অংশগ্রহণ করেছেন উজলপুর গ্রামের বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ। খেলাধুলার ব্যবস্থা ছিল বিবাহিত অবিবাহিত দের মধ্যে দড়ি টানাটানি, মুরুব্বিদের বেলুন ফাটানো, যুবকদের তেল মাখানো কলাগাছে ওঠা, কিশোরদের জন্য ছিল মোরগ লড়াই, আরো ছিল সকলের জন্য হাড়িভাঙ্গা সহ বিভিন্ন খেলা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী মাস্টার।

তিনি বলেন, খেলাধুলা অবশ্যই আমাদের সমাজকে কলুষমুক্ত রাখে। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমাদের একটু ভেবেচিন্তে এই ধরনের আয়োজন করতে হবে। বর্তমানে এই মহামারী আমাদের আপনজনদের প্রাণহানি ঘটাচ্ছে। হারাতে হচ্ছে আমাদের প্রিয় মানুষ গুলোকে।

তাই আমরা নিয়মিত মাক্স ব্যবহার করব হাত ধোব সচেতন থাকবো। অবশ্যই করো না কাল উত্তরন হলে সকল ধরনের বিনোদনের সাথে আমি আছি ছিলাম থাকবো। কোন ধরনের সহযোগিতা লাগলেও আমিন করব। তবে এই সময়টা আমাদেরকে সাবধানে থাকতে হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ সুমন রেজা, ইয়াসিন আলী, মোজাম্মেল হক, আব্দুল আহাদ, আব্দুল আলিম, প্রমুখ।

বিশেষ অতিথি সুমন রেজা তিনি জানান, আমরা ছোট ছিলাম খেলাধুলা খেলেছি খেলাধুলা হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্কে সচল রাখে শরীর ভালো থাকে মন ভালো থাকে তাই আমরা আরো বেশি বেশি খেলাধুলা করব কিন্তু করোনা কাল উত্তরণ হলে।

এই খেলাটি আয়োজন করেন উজলপুর সাজিপাড়া যুব সংগঠন। সেচ্ছাসেবী

হিসেবে যারা দায়িত্ব পালন করছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম আব্দুল জাব্বার, রাশেদ, লিটন, সহ আরো অনেকে।

খেলাধুলা শেষে পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

মেহেরপুরে ট্রাফিক পুলিশের অভিযান

মেহেরপুর সদরে করোনা ভাইরাস ও বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চলাচল রোধে ট্রাফিক পুলিশের সর্তকতা অভিযান।

রবিবার বিকালে মেহেরপুরের হোটেল বাজার মোড়ে টি আই ইসমাইলের নির্দেশে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এসময় তিনি বলেন, মেহেরপুর গাংনী উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু হয়। তারই পরিপেক্ষিতে মেহেরপুরে বিভিন্ন স্থানে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

ঈদুল আযহার দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ আজকের দিনে যানবাহন চলাচল কম থাকায় শহরের বিভিন্ন রাস্তায় বেপরোয়া গতিতে প্রতিযোগিতা করে মোটরসাইকেল চালানোর কারণে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে আমাদের চেকপোস্ট। যাতে করে অকালে ঝরে না পড়ে মূল্যবান প্রাণ।

তিনি আরও বলেন, একই মোটরসাইকেলে তিন জন আরোহী, বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানো, হেলমেট ও মাস্ক ব্যবহার না করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এসময় মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক টিএসআই উত্তম কুমার অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক সার্জেন্ট বাচ্চু টি এস আই জাহাঙ্গীর হোসেন।

[redacted]

[redacted]

সাথে আছি।

টুর্নামেন্ট টি সঞ্চালনা করেন মোঃ নাদিম মাষ্টার।